বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৬

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	:	নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
উপদেষ্টা	:	মো: সোহরাব হোসাইন সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	মো: নূরুল আমিন (অতিরিক্ত সচিব) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সম্পাদনা পরিষদ	:	মো: শাহাদাত হোসেন মজুমদার পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মো: আবুল ইসলাম উপ পরিচালক (উপ-সচিব), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আফসানা কবির সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মো: মোস্তফা জামান সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ড. মুহম্মদ মনিরুল হক সহকারী পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
প্রকাশকাল	:	অক্টোবর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
মুদ্রণ সৌজন্য	:	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
ডিজাইন ও মুদ্রণ	:	ডিজাইন টাচ

বাণী

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে পিতা-মাতা/অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। এ ট্রাস্টে সিডমানি হিসেবে এক হাজার কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সিডমানির লভ্যাংশ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে স্নাতক ও ফাযিল পর্যায়ে কেবল নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে এই উপবৃত্তি কার্যক্রমে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে ট্রাস্ট এর তহবিলের স্থায়ী আমানত দশ হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগীসহ সকলের সানুগ্রহ সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। দেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত রেখে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। আর তাই শিক্ষাবিস্তারে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এ ট্রাস্ট থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,০৮,৮৮৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে (ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬ জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০ জন) একশত তের কোটি একষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা বিতরণ করা হয়। উপরোক্ত সহায়তা ছাড়াও ২০১৫ সাল হতে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান এবং দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সর্বজনীন সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনে এ ট্রাস্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি। আমি এ ট্রাস্ট এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি.)

বাণী

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর আওতায় এ ট্রাস্টকে সিডমানি হিসেবে সরকার ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা প্রদান করে, যা ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত তফসিলি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. (F.D.R.) করা হয়েছে। উক্ত এফ.ডি.আর. থেকে প্রাপ্ত সুদ/লভ্যাংশ থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,০৮,৮৮৬ জন (ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬ জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১৩,৬১,৩৩,৫৬০.০০ (একশত তের কোটি একষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে।

উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীর চিকিৎসার জন্য সহায়তা প্রদান করে। ভর্তির আর্থিক সহযোগিতা বাবদ এ পর্যন্ত ৪,৭১,০০০ টাকা এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতের চিকিৎসা বাবদ ১,৬৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণীসম্বলিত পাঁচ রকমের ৫০ (পঁঞ্চাশ) হাজার পোস্টার ছাপানো হয়েছে এবং সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রাস্ট এর উদ্যোগে ২৭টি জেলায় 'নারীশিক্ষা অব্যাহত এবং নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার লক্ষ্যে করণীয়' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ খ্রিস্টাব্দে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি ট্রাস্ট এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সোহরাব ২১.০৯.২০১৬
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

মুখবন্ধ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্ট আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। ট্রাস্ট আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি।

ট্রাস্ট তহবিলের অর্থে উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জিওবি থেকে সিডমানি হিসেবে ১০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যা ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত তফসিলি ব্যাংকে এফ.ডি.আর. করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ২৭১১টি প্রতিষ্ঠানের ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৭২.৯৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করে ১,৬৩,০৭৯ জন (ছাত্র-১৪,৬৭৭ জন এবং ছাত্রী-১,৪৮,৪০২ জন) শিক্ষার্থীকে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,০৮,৮৮৬ জন (ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬ জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১৩,৬১,৩৩,৫৬০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২৩ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন এবং একইদিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আর্থিক সহযোগিতা বাবদ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে মোট ৮২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২,২৭০০০ টাকা এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণীসম্বলিত পাঁচ রকমের ৩০ (ত্রিশ) হাজার পোস্টার ছাপানো হয়েছে এবং সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর একীভূত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে 'শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও তা রোধকল্পে করণীয়' নির্ধারণের জন্যে ৩০টি জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৭টি জেলায় 'নারীশিক্ষা অব্যাহত এবং নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলার লক্ষ্যে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় এবং নির্দেশনা, মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড এবং শিক্ষা সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা আমাদের এ পর্যন্ত পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ও মেধা প্রয়োগ করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মো: নূরুল আমিন)

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

পটভূমি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর পটভূমি ০৮
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ড ০৯
জনবল সৃষ্টি ও পদায়ন ১০
ট্রাস্ট এর সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস ১১
অনুমোদিত জনবল ১২
ট্রাস্ট এর কার্যাবলী ১২
ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের সভা ১৩
ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা ১৩

উপবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন ১৪
স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান ১৫
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ১৬
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রদানকৃত মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও উপবৃত্তির তথ্য ১৭
দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান ১৮
দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান ১৮

অন্যান্য কার্যক্রম

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ১৮
এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রকাশ ১৯
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত পোস্টার ছাপানো ছাপানো ও বিতরণ, করপ্রদান অব্যাহতি, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত পুস্তিকা (Brochure) প্রকাশ ২০-২১
জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎবার্ষিকী উদযাপন ২২

ট্রাস্ট এর তহবিল

কর্মশালার আয়োজন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত ২৩
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট থেকে ব্যয় ও অবশিষ্ট টাকার হিসাব বিবরণী ২৪-২৫
'শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও করণীয় রোধকল্পে' শীর্ষক কর্মশালার সমন্বিত সুপারিশমালা ২৬-২৮
সচিত্র প্রতিবেদন ২৯-৪০

পটভূমি

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০/৪/২০১০ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ফান্ড গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৭/০৮/২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপনে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৯/০৮/২০১০ তারিখের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি টেকনিক্যাল উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে (০৫) পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১/০১/২০১১ তারিখের পত্রে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, নীতিমালা ও আইনের খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১' প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ০৬/০৩/২০১১ খ্রি. তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বরাবরে একটি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করেন। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১" এর খসড়া প্রণয়ন করে Rules of Business, ১৯৯৬ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত প্রণীত খসড়া আইনটি ১২/০৯/২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

বর্ণিত অবস্থায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১' গত ১২/১২/২০১১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১১ মার্চ, ২০১২ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২" পাস হয়। সংবিধানের ৮০(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখে উক্ত বিলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং একই তারিখে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২' বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ট্রাস্ট আইনের ৩(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট" নামে একটি 'ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে।

ট্রাস্ট আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্ট এর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড এর সভাপতি।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদ এবং ট্রাস্টি বোর্ড

'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১' এর ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্ট এর একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন মন্ত্রী, যিনি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি।

উপদেষ্টা পরিষদ (পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট)

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও চেয়ারম্যান, উপদেষ্টা পরিষদ।
২. মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ট্রাস্টি বোর্ড (তেইশ সদস্যবিশিষ্ট)

১. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড।
২. মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও সহ-সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
৬. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, অর্থবিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১২. সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফ.বি.সি.সি.আই)।
১৩. সভাপতি, ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।
১৪. অধ্যাপক মো: নোমান উর রশীদ, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
১৫. ড. মো: আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬. অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
১৭. অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৮. অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট।
১৯. অধ্যক্ষ, ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ।
২০. অধ্যক্ষ, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম।
২১. অধ্যক্ষ, ভাগনাহাতি কামিল মাদ্রাসা, শ্রীপুর, গাজীপুর।
২২. প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সদস্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

জনবল সৃষ্টি ও পদায়ন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য রাজস্ব খাতে ৭৪টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ০৫/১১/১২ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এর আলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৩/০১/১৩ তারিখের পত্রে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ৪৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করে। এর ধারাবাহিকতায় ২৩/০১/১৩ তারিখে উক্ত ৪৪টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি চাওয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ৩১/০৩/১৩ তারিখের পত্রে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর জন্য শর্ত সাপেক্ষে রাজস্ব খাতে ৩২টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃষ্টিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে ১৪/০৫/১৩ তারিখে উক্ত ৩২টি পদের বেতন স্কেল যাচাই/ভেটিং শেষ হয়। ১২/৮/২০১৩ তারিখে জনপ্রশাসন সংক্রান্ত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০তম সভায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উক্ত ৩২টি পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২টি পদের জিও (অফিস আদেশ) জারী করা হয়েছে, যা অর্থ বিভাগ থেকে পৃষ্ঠাংকন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ গেজেট জুন ২৬, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মকর্তাদের নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবী	কার্যকাল	টেলিফোন/সেল/ই-মেইল
মো: নূরুল আমিন (২৩৪৬)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	১৩ মার্চ ২০১৪ হতে বর্তমান	৮১৯২২০০ (অ), ৮১৯১০১৯ (ফ্যাক্স) ০১৫৫৬-৩০৭৯৩৬ md_pmedutrust@yahoo.com
মো: শাহাদাত হোসেন মজুমদার (৩৪৪৪)	পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	২৯ নবেম্বর ২০১৫ হতে বর্তমান	৮১৯২০১১ (অ) ০১৭১১৫৪৭০৬৪ smozumder384@gmail.com
মো: আবুল ইসলাম (৬৫০৩)	উপ-পরিচালক (উপ-সচিব)	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে বর্তমান	৮১৯২০১০ (অ), ৯৬১২৫৮৮ (বা) ০১৭১৬২০৫০১৯ abulislam69@yahoo.com
আফসানা কবির (৬৪৯৪)	সহকারী পরিচালক	২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে বর্তমান	৮১৯১০১৪ (অ) ০১৭১১৯৭২৯৫৩ afsana_laizu@yahoo.com
মো: মোস্তফা জামান (৬৭১৩)	সহকারী পরিচালক (সি, সহকারী সচিব)	১৮ এপ্রিল ২০১৬ হতে বর্তমান	৮১৯১০২১ (অ) ০১৯১৩৮২৮৪৭৯ zaman_ifad@gmail.com
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ (১৩০৯২)	সহকারী পরিচালক	২৯ ডিসেম্বর ২০১৩ হতে বর্তমান	৮১৯১০২৩ (অ), ৯৩৫৪৯৮৫ (বা) ০১৭১১১৪৮৫৮৮ shohag_bcs22@yahoo.com
ড. মুহম্মদ মনিরুল হক (০১৪৫০৯)	সহকারী পরিচালক	৮ অক্টোবর ২০১৫ হতে বর্তমান	৮১৯১০১৭ (অ) ০১৯১১৫৭৪৩২২ mmh.pmeat@gmail.com
অসীম কুমার পাল	সহকারী প্রোগ্রামার	১৬ জুলাই ২০১৫ হতে বর্তমান	০১৭২৪৫৯৬৬৭৬ asim.cse08.hstu@gmail.com
রকিবুল হাসান	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	২৪ আগস্ট ২০১৫ হতে বর্তমান	০১৯২৫৩২০২৪৫ rokibba@gmail.com

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্গানোগ্রাম

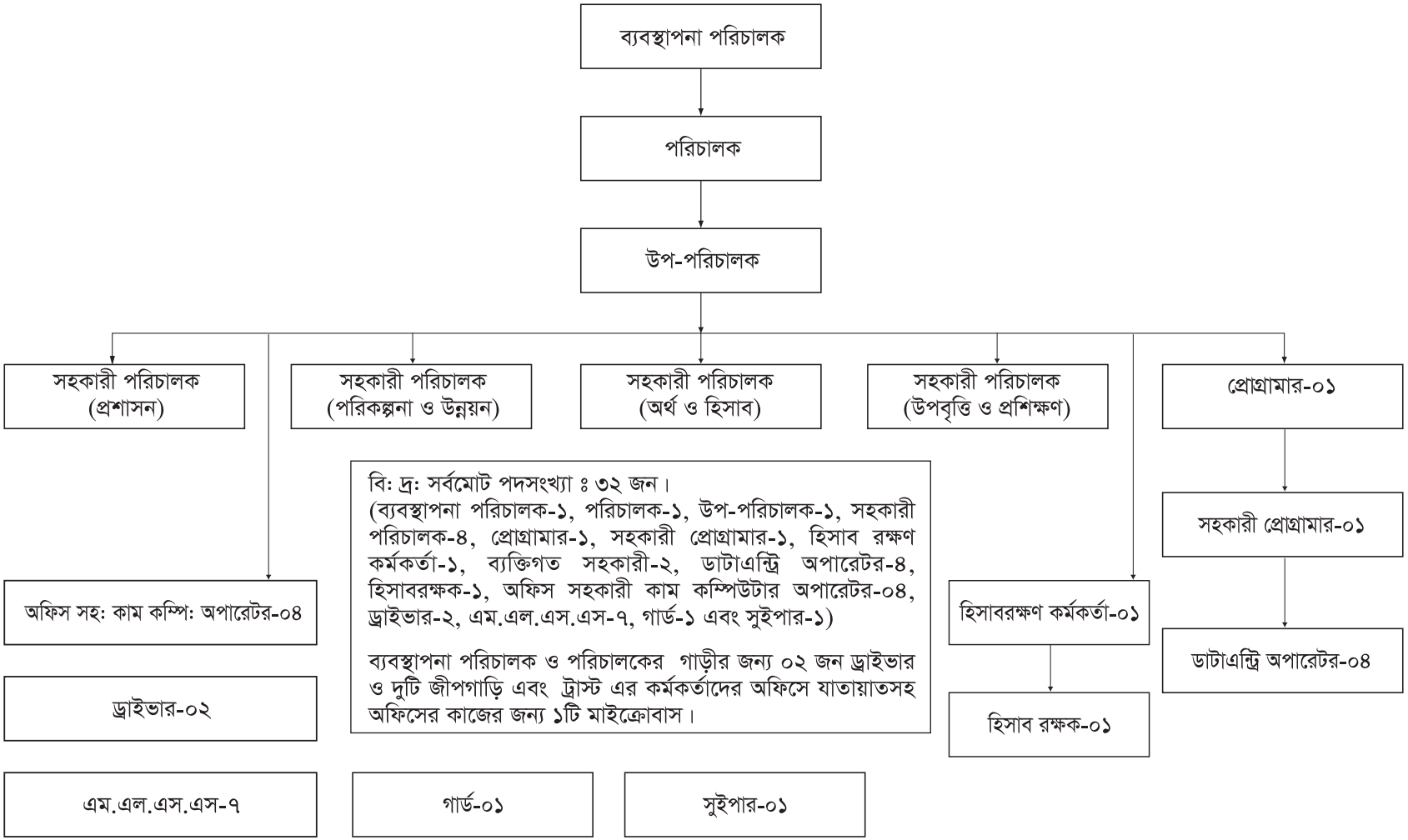

অনুমোদিত জনবল

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ১টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৩টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ৯টি পদসহ মোট ৩২টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। যথাযথ নিয়োগ কমিটি এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ৩য় শ্রেণির ০৯ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০৯ জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মচারীগণ যোগদান করেছেন।

অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূণ্যপদের সংখ্যা	সংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা (১০%)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১	০	০০
পরিচালক	১	১	০	০০
উপ-পরিচালক	১	১	০	০০
সহকারী পরিচালক	৪	৪	০	০০
প্রোগ্রামার	১	০	১	০০
সহকারী প্রোগ্রামার	১	১	০	০০
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	০০
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	২	২	০২
ব্যক্তিগত সহকারী	২	১	১	০০
হিসাব রক্ষক	১	১	০	০০
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪	২	২	০২
ড্রাইভার	২	১	১	০০
এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	৭	৭	০	০০
গার্ড	১	১	০	০০
সুইপার	১	১	০	০০
মোট পদের সংখ্যা	**৩২**	**২৫**	**৭**	**০৪**

ট্রাস্ট এর কার্যাবলি

ক. ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক/সমমান পর্যন্ত দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান;

খ. ট্রাস্ট ফান্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ;

গ. সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে কমিটি গঠন;

ঘ. উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ;

ঙ. ট্রাস্ট এর সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ;

চ. বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং এতদ্‌বিষয়ে কারিগরি কমিটি গঠন;

ছ. ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ট্রাস্ট ফান্ড গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন;

জ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্তকরণ;

ঝ. শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি/বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্ত করা;

ঞ. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিকরণ।

উপদেষ্টা পরিষদের সভা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ৫ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ২০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের প্রত্যেকটি সভায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসহ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: ২০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা এর উপদেষ্টা পরিষদের ৩য় সভা

ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা

মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২ মে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্টি বোর্ডের প্রথম সভা। ১১ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত সভায় সভাপতিত্বে করেন। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১২ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্টি বোর্ড এর তৃতীয় সভা। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি বোর্ড এর চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের চতুর্থ সভা

উপবৃত্তি কার্যক্রম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তার, উপবৃত্তি বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে যা শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১৫ জন ছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ২৬ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১,৬৩,০৭৯ জন (ছাত্র ১৪,৬৭৭ জন এবং ছাত্রী ১,৪৮,৪০২ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। একই দিনে একযোগে সারাদেশে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের মাঝে চেক প্রদান করেন

চিত্র: ২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তির অর্থের চেক প্রদান করেন

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৬ তারিখে শেষ হয়েছে

বাংলাদেশ সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থায়নে সারা দেশে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রকল্পের আওতায় স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছিল। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছে।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২.৯৫ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১৫ জন ছাত্রীকে সরাসারি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১৪,৬৭৭ জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ জন ছাত্রীসহ মোট ১,৬৩,০৭৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তি প্রদান করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের প্রায় মোট ২,০৮,৮৮৬ জন (ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬ জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০ জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১৩,৬১,৩৩,৫৬০.০০ (একশত তের কোটি একষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা) বিতরণ করা হয়েছে। ২৩ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

চিত্র: ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

চিত্র: ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এক নজরে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রদানকৃত মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও উপবৃত্তির তথ্য

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ মন্ত্রণালয়	ছাত্র সংখ্য	ছাত্রী সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট বিতরণকৃত অর্থ (টাকায়)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২,৪১৫	২,৯৫৪	৫,৩৬৯	৩,৭৪,৪৫০০০
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩,৬৮,৭৬৬	২৫,৩৩,২৬০	৩৯,০২,০২৬	৯০৯,৮০,০৮,৯২০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৭,৩৭,৮৬০	৪০,৪৯,৩৫৮	৭৭,৮৭,২১৮	৯৩৮,৯২,৩১,৩৮০
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩০,৩১৩	২৩,৫৬৩	৫৩,৮৭৬	২৭,২৯,৫০,০০
সর্বমোট	**৫১,৩৯,৩৫৪**	**৬৬,০৯,১৩৫**	**১,১৭,৪৮,৪৮৯**	**১৮৭৯,৭৬,৩৫,৩০০**
কথায়	একান্ন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশত চুয়ান্ন জন	ছেষট্টি লক্ষ নয় হাজার একশত পঁয়ত্রিশ জন	এক কোটি সতেরো লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত উননব্বই জন	এক হাজার আটশত উনআশি কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত টাকা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এক কোটি সতেরো লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত উননব্বই জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এক হাজার আটশত উনআশি কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত টাকা বিতরণ করা হয়।

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের গুরুত্ব

উপবৃত্তি প্রদানের ফলে স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি (১০%) পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর অর্থে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে নিম্নের সারণি ও চিত্রে তা উপস্থাপন করা হলো:

শিক্ষাবর্ষ	মোট ভর্তিকৃত ছাত্রী সংখ্যা	মোট ভর্তিকৃত ছাত্র সংখ্যা
২০১১-২০১২	১,২৭,৯৮৩ জন	১,৪৩,৬০৯
২০১২-২০১৩	১,৬৮,১১৬ জন	১,৮১,৮৪২
২০১৩-২০১৪	১,৮৪,৯২৭ জন	২,০০,০২৬
২০১৪-২০১৫	১,৭৮,৩৫৯ জন	১,৯৯,০৩৭

সারণি:

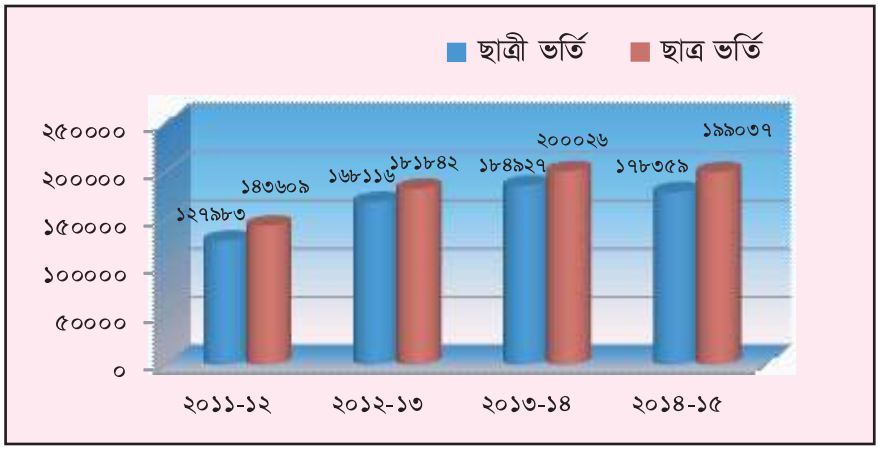

চিত্র: স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তি বৃদ্ধির হার

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক অনুদান প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন অনুদান প্রদান করে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আর্থিক সহযোগিতা বাবদ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে মোট ৮২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২,২৭০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। বর্তমানে এ খাতে ১০,৪৯,৬১৫/- টাকা অব্যায়িত রয়েছে।

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যঘাত ঘটবেনা তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে। বর্তমানে এ খাতে ৩,৬০,২২১/- টাকা অব্যায়িত রয়েছে।

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ

যথাযথ নিয়োগ কমিটি এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ৩য় শ্রেণির ০৯ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০৯ জন কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কর্মচারীগণ যোগদান করেছেন। যথাযথ নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে ১ম শ্রেণির একজন সহকারী প্রোগ্রামার এবং ২য় শ্রেণির একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তারা যোগদান করেছেন। প্রোগ্রামার পদে যোগ্য কর্মকর্তা পাওয়া না যাওয়ায় নিয়োগ করা যায়নি।

কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

২১, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর নিয়োগপ্রাপ্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের সমাপণী অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সনদপত্র বিতরণ করেন।

চিত্র: ট্রাস্ট এর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষাসচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন। উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: নূরুল আমিন (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ প্রকাশ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে যাতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

চিত্র: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এর প্রচ্ছদচিত্র

চিত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত এপিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এর কপি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ নূরুল আমিন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত পোস্টার প্রকাশ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ তথা নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষাবিষয়ক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণীসম্বলিত পাঁচ রকমের ৩০ (ত্রিশ) হাজার পোস্টার ছাপানো হয়েছে এবং সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীসম্বলিত পোস্টার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ নূরুল আমিন

কর প্রদান অব্যাহতি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর আবেদনের প্রেক্ষিতে এস.আর.ও নং ১১-আইন/আয়কর/২০১৬ এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সমুদয় আয়ের উপর আরোপিত কর প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারি ২৪, ২০১৬

চিত্র: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর আবেদনের প্রেক্ষিতে এস.আর.ও নং ১১-আইন/আয়কর/২০১৬ এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সমুদয় আয়ের উপর আরোপিত কর প্রদান হতে অব্যাহতির প্রজ্ঞাপন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সংক্ষিপ্ত বিবরণসংবলিত পুস্তিকা (Brochure) প্রকাশ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর গঠন, কার্যাবলি এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণসংবলিত পুস্তিকা (Brochure) প্রকাশ করা হয় ডিসেম্ব ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। যা পাঠ করে যেকোনো পাঠক ট্রাস্ট সম্পর্কে সহজে জানতে ও বুঝতে পারবেন।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা শিক্ষাসচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন মহোদয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৫ আগস্ট, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ৬.৩০ মিনিটে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। তারপর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সভাকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় সকল আলোচকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

চিত্র: জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

চিত্র: জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎবার্ষিকীতে শোকসভা

ট্রাস্ট এর তহবিল

(ক) ট্রাস্ট এর সিডমানি ও ব্যাংক একাউন্ট

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর আওতায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ স্থায়ী তহবিল হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকার এফ.ডি.আর. মোট ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত তফসিলি ব্যাংকে (অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড) এফ.ডি.আর. হিসেবে জমা রাখা হয়েছে।

(খ) ট্রাস্ট এর ফান্ড সংগ্রহ

ট্রাস্ট এর অর্থ সংগ্রহের জন্য রশিদ বই ছাপানো হয়েছে। যারা অর্থ প্রদান করবেন তাদেরকে আয়কর রেয়াত দেয়ার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ অনুদান হিসেবে বেসরকারি দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৩,৫০,০০০০০/- (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) পাওয়া গিয়েছে।

(গ) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর এফ.ডি.আর., প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও খরচের হিসাব

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সিডমানি হিসাবে প্রাপ্ত ১০০০.০০ (এক হাজার) কোটি টাকার বিপরীতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে উপবৃত্তি, আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য খাতে ব্যয়কৃত টাকার হিসাব নিম্নরূপ:

অর্থবছর	এফ.ডি. আর. এর বিপরীতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ	উপবৃত্তি বাবদ খরচ	কর্মশালা, আর্থিক অনুদান ও বিবিধ খরচ
২০১২-২০১৩	১০৪১৬৬৬৬৬৬.৩২	৭২,৯৫,৩২,২০০.০০	৫৮৫.০০
২০১৩-২০১৪	২৩,১২,৫৭,৬২০.২৩	৯১,৬৫,০৩,৯৮০.০০	৯,৫৪,০১৩.১৮
২০১৪-২০১৫	১২৫,৭৪,৫০,৯০৬.০০	০.০০	৪৯,১৬,৬০৩.৫৫
২০১৫-২০১৬	১০৬,১৭,৩২,৭৫৫.০০	১১৩,৬১,৩৩,৫৬০.০০	৩৫,৩০,৩৬১.১
সর্বমোট:	**৩৫৯,২১,০৭,৯৪৭.৫৫**	**২৭৮,২১,৬৯,৭৪০.০০**	**৯৪,০১,৫৬২.৮৩**

(ঘ) ট্রাস্ট এর মোট স্থিতি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' এর নামে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড জাতীয় প্রেসক্লাব শাখা, ঢাকায় সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২০০০০১৫৫৬৭১৬ সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট মহোদয়ের যৌথস্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ট্রাস্ট এর এফ.ডি.আর. করা টাকার পরিমাণ ১১১১,১৪,৩২০,২৬১.৫০ কোটি টাকা। ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসেবে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ ৫৮,৫৫,৩০,৯০৯.২৪ কোটি টাকা। বর্ণিত অবস্থায়, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর এফ.ডি.আর. এবং ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসেবে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ ১১৬৯,৬৯,৬৩১৭০.৭৪ কোটি টাকা।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে ব্যয় ও অবশিষ্ট টাকার হিসাব বিবরণী

কোড	খাতের বিবরন	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	মোট খরচকৃত টাকা	অব্যয়িত টাকা
৪৫০১	অফিসারদের বেতন	২৬০০০০০.০০	৪৩০৫৬৯০.৮৫	-১৭০৫৬৯০.৮৫
৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৮০০০০০.০০	২৪১৮৭৮৭	-৬১৮৭৮৭
৪৭০২	প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ ভাতা	১২০০০০০.০০	৯৯০০০০	২১০০০০
৪৭০৫	বাড়িভাড়া ভাতা	২০০০০০০.০০	১৫২৯৯৮৮.৩৫	৪৭০০১১.৬৫
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৮০০০০০.০০	৯৩৮১৩৬.৫১	-১৩৮১৩৬.৫১
৪৭১৪	নববর্ষ ভাতা		০.০০	০.০০
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	২০০০০০.০০	১৩৩৫৮৭.১৯	৬৬৪১২.৮১
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০
৪৭৩৭	দায়িত্বভার ভাতা	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	৫০০০০.০০	১৩৮৮৭.৯০	৩৬১১২.১
৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	১০০০০০.০০	৩৬৩৪৯.৯০	৬৩৬৫০.১
৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	১০০০০০.০০	১৮৩০০	৮১৭০০
৪৭৯৪	মোবাইল ভাতা	৫০০০০.০০	২০৪০০	২৯৬০০
	প্রেষণ ভাতা	৫০০০০০.০০	১৯২২৪৭.০৭	৩০৭৭৫২.৯৩
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা	৫০০০০.০০	১৬৮০০	৩৩২০০
৪৭০১	মর্হাঘ্য ভাতা	২০০০০০.০০	২৮৮১৪০.৩৭	-৮৪১৪০.৩৭
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা	২০০০০০.০০	৫০০	১৯৯৫০০
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	৬০০০০০.০০	২৩৫৭৩৫	৩৬৪২৬৫
৪৮০৫	ওভারটাইম	৫০০০০.০০	১৬৭২৫	৩৩২৭৫
৪৮১৫	ডাক	১০০০০০.০০	৫০০০০	৫০০০০
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	৩০০০০০.০০	১২৩৮৩১	১৭৬১৬৯
৪৮১৭	টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	২০০০০০.০০	১০৫৫২৪	৯৪৪৭৬
৪৮১৯	পানি	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	৪০০০০০.০০	১০৮৮০৯	২৯১১৯১
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	৩০০০০০.০০	১১৭২৮৯	১৮২৭১১
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	২০০০০০.০০	১৩৭৫০	১৮৬২৫০
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাধাঁই	৩০০০০০.০০	১১২৮৩১	১৮৭১৬৯
৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	৬০০০০০.০০	১৬১৮৯৯	৪৩৮১০১
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	২০০০০০.০০	১২৪১৭	১৮৭৫৮৩
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৫০০০০০.০০	৫০০০	৪৯৫০০০

৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	২০০০০০.০০	৭৩৯৮০	১২৬০২০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০
৪৮৮৩	সম্মানি ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	২০০০০০.০০	৩০০০	১৯৭০০০
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী	৬০০০০০.০০	৫০৮৯৯	৫৪৯৫০১
৪৮৮৯	অডিট/সমীক্ষা ফি	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০
৪৮৯০	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২০০০০০.০০	৬৫১৭৯	১৩৪৮২১
৪৮৯৫	কমিটি/মিটিং/কমিশন	১০০০০০.০০	০.০০	১০০০০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	৫০০০০০.০০	৭১২৬৬	৪২৮৭৩৪
৪৯০১	মোটর যানবাহন	২০০০০০.০০	৩৭৮৬০	১৬২১৪০
	আসবাবপত্র	৪০০০০০.০০	০.০০	৪০০০০০
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৫০০০০০.০০	৫০৪৩	৪৯৪৯৫৭
৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ	২০০০০০.০০	৬৩৬৮	১৯৩৬৩২
৬৩০১	অবসরভাতা ও পারিবারিক অবসর ভাতা	০০.০০	০.০০	০.০০
৬৩০২	অবসর ভাতাভোগীদের উৎসব ভাতা	০০.০০	০.০০	০.০০
৬৩১১	আনুতোষিক	০০.০০	০.০০	০.০০
৬৩৪১	অবসর ভোগীদের চিকিৎসা সুবিধা	০০.০০	০.০০	০.০০
৬৫৫১	নিয়োগ সংক্রান্ত	২০০০০০.০০	০.০০	২০০০০০
৬৮০৭	মোটরযান	০০.০০	০.০০	০.০০
৬৮১৫	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৫০০০০০.০০	৪৪০১৫	৪৫৫৯৮৫
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম	৫০০০০০.০০	৬৩৬৮৮	৪৩৬৩১২
৬৮২১	আসবাবপত্র	৫০০০০০.০০	৫৭৮৮০	৪৪২১২০
৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	৩০০০০০.০০	১৮৬৭১৫	১১৩২৮৫
৭৪০১	গৃহ নির্মান অগ্রিম	৩০০০০০.০০	০.০০	৩০০০০০
৭৪০৩	কম্পিউটার অগ্রিম	৩০০০০০.০০	০.০০	৩০০০০০
৭৪১১	মোটর গাড়ী অগ্রিম	২০০০০০.০০	০.০০	২০০০০০
৭৪২১	মোটর সাইকেল অগ্রিম	২০০০০০.০০	০.০০	২০০০০০
	মোট বরাদ্দের পরিমাণ:	**২০২০০০০০.০০**	**১২৬২৮১১৮.১৪**	**৭৫৭১৮৮১.৮৬**

**৩ জন কর্মচারী পদত্যাগ করে চলে যাওয়ায় কিছু অর্থ অব্যায়িত থেকে যায়*

২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সম্পাদন

গত ১৬-০৮-২০১৬ থেকে ২২-০৮-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসের স্থায়ী তহবিল ও চলতি তহবিলের হিসাবসমূহ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা থেকে অডিট করে গত ৩১-৮-২০১৬ তারিখে মোট পাঁচটি অডিট আপত্তি দাখিল করা হয়েছে। অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে বিধি মোতাবেক আবেদন করা হয়েছে।

‘শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সমন্বিত সুপারিশমালা

বাংলাদেশের শিক্ষার অন্যতম সংকট হচ্ছে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে “শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়” শীর্ষক কর্মশালা জেলা পর্যায়ে আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালাগুলো জেলা শিক্ষা অফিস ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় জেলাসদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি কর্মশালায় ৩ জন গবেষণাব্যক্তিত্ব তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সংবাদকর্মী, এন.জি.ও কর্মকর্তা তাদের মতামত পেশ করেছেন। এছাড়াও মাননীয় মুখ্যসচিব মো: আবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন, শিক্ষা সচিব মো: সোহরাব হোসাইন, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে। কর্মশালাগুলোতে ৬টি গ্রুপভিত্তিক কমিটি আলোচনার মাধ্যমে তাদের স্ব স্ব মতামত লিখিত ও মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতামত ও সুপারিশসমূহ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উদ্যোগে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির কপি সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। “শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়” শীর্ষক কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর মতামত ও সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে করণীয়

১. দারিদ্র্যসীমার নীচের পরিবারগুলোর শিক্ষার্থীদের সকলকে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
২. যে সকল দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা লেখা-পড়া করে সে সকল পরিবারকে ভিজিডি, ভিজিএফ, মাতৃত্বকালীন ও সরকারের অন্যান্য ভাতা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে;
৩. নগদ অর্থপ্রাপ্তির আশায় কর্মে যোগদান যে দীর্ঘমেয়াদি অসম্মানের কারণ সে বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করার জন্য সেমিনার, কর্মশালা বা সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে;
৪. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের হোম ভিজিট বা প্রয়োজনীয় নজরদারীর জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
৫. ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষাভীতি দূর করার লক্ষ্যে পরীক্ষা পদ্ধতি সহজ ও পরীক্ষার সংখ্যা কমানো যেতে পারে;
৬. মেয়ে শির্থীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে;
৭. পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি/নবায়ন, সেকশন খোলার অনুমতি ও এমপিও ভুক্তির শর্তগুলো শিথিল কওে তা স্থানীয় কর্তপক্ষের মাধ্যমে সমাধান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
৮. ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১ঃ৪০ রাখার জন্য অধিক শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে;
৯. আকাশ-সংস্কৃতির (ইন্টারনেট,মোবাইল, স্যাটলাইট, ডিশ, কেবল টিভি ইত্যাদি) অতি ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে;
১০. ছাত্র এবং ছাত্রীর জন্য আলাদা ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা যেতে পারে;
১১. বাল্যবিবাহ রোধকল্পে সচেতনতামূলক কর্মসূচি ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত করা যেতে পারে। আইনের কঠোর প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে সব এলাকার শিক্ষার্থীদের অনেক দূরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেতে হয় সে এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে;
১২. অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা যেতে পারে;
১৩. বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রমের বিরতির সময় নিয়মিত টিফিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১৪. শিশুশ্রম নিরসনের জন্য আইনের প্রয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে নতুন আইন করা যেতে পারে;
১৫. পার্বত্য ও দুর্গম অঞ্চলে কর্মরত বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের পাহাড়ী ভাতা প্রদান ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১৬. অধিক হারে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
১৭. শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বোঝার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের গড়ে তোলা যেতে পারে;
১৮. পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিবেচনার জন্য শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে করে শিক্ষকগণ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা সুস্পষ্ট হবে এবং তাঁদের মধ্যে দায়বদ্ধতা তৈরি হবে;
১৯. প্রাইভেট টিউশন, কোচিং বন্ধ করে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকতর প্রচারণামূলক কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে;

২০. পাঠ্যক্রমের বিশালতা কমিয়ে এনে মৌলিক বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে;
২১. ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরি করে তাদেরকে শিক্ষার ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে;
২২. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে;
২৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের যথাসময়ে উপস্থিতি, পাঠপরিকল্পনা ও উপকরণের ব্যবহার নিশ্চত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
২৪. ধর্মীয় অনুশাসনের অপব্যাখ্যা রোধ করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে;
২৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারিকুলামে উন্নত সংস্কৃতি-বিনোদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষামূলক ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে;
২৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে অধিকতর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
২৭. অমনোযোগী শিক্ষার্থীর মনযোগ আণয়নে প্রণোদনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে;
২৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেয়া যেতে পারে;
২৯. পরিকল্পিত পরিবার গঠনের সুবিধার বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি জোরদার করা যেতে পারে;
৩০. দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ প্রণোদনা কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে;
৩১. বয়ঃসন্ধি কালের সমস্যাগুলোর সহজ-সরল সমাধানের জন্য পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের অধিক সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে;
৩২. পাহাড়ী এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।

মাদ্রাসা পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে করণীয়

১. ইবতেদায়ী পর্যায়ে যে সকল শিক্ষক পাঠদান করেন তাদের জরুরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
২. সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রসাগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন করা যেতে পারে;
৩. দারিদ্র্যসীমার নীচের পরিবারগুলোর শিক্ষার্থীদের সকলকে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৪. ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১ঃ৪০ রাখার জন্য অধিক শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে;
৫. যে সকল দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা লেখা-পড়া করে সে সকল পরিবারকে ভিজিডি, ভিজিএফ, মাতৃত্বকালীন ও সরকারের অন্যন্য ভাতা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে;
৬. মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর উপর কঠিন শাসন শারীরিক নির্যাতন প্রয়োগ বন্ধ করা যেতে পারে;
৭. মাদ্রাসাা শিক্ষক স্বল্পতা দূরকরণ এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে;
৮. মাদ্রাসা পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্য, ধর্মীয় অনুশাসনের অপব্যাখ্যা দূর করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে;
৯. গতানুগতিক পদ্ধতিতে পাঠদান না করে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
১০. মাদ্রসা শিক্ষায় উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
১১. অভিভাবক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা যেতে পারে;
১২. বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রমের বিরতির সময় নিয়মিত টিফিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের যথাসময়ে উপস্থিতি, পাঠপরিকল্পনা ও উপকরণের ব্যবহার নিশ্চত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
১৪. বাল্যবিবাহ রোধকল্পে সচেতনতামূলক কর্মসূচি ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত করা যেতে পারে। আইনের কঠোর প্রয়োগ করা যেতে পারে;
১৫. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের হোম ভিজিট বা প্রয়োজনীয় নজরদারীর জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;
১৬. ছাত্র এবং ছাত্রীর জন্য আলাদা ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা যেতে পারে;
১৭. মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস ও পাঠ্যসূচিকে যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
১৮. আনন্দমূলক পাঠদান ও সংকীর্ণ মনোভাব পরিবর্তনের জন্য শিক্ষকদের কার্যকরি প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে;
১৯. মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
২০. মাদ্রাসা শিক্ষকদের যৌন-হয়রানিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অধিক সচেতনতার জন্য ধর্মীয় ব্যাাখ্যার পাশাপাশি আইন কঠোর প্রয়োগের বিষয়ে প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে;

২১. মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের অধিক সচেতন করার জন্য কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে;
২২. সিলেবাস ও কারিকুলামে কম্পিউটার ও আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে;
২৩. অধিক বয়সে নয় সঠিক বয়সে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
২৪. অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে আলোচনাসভা, কাউন্সেলিংসহ বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে হবে;
২৫. পাঠ্য বিষয় কমানো, সহজ করা এবং পাঠ্যসূচিতে বাণিজ্য বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
২৬. মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ জীবনাকাঙ্ক্ষা তৈরী হওয়ার মতো শিক্ষাক্রম তৈরি করা যেতে পারে।

কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে করণীয়

১. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হতে মাসিক বেতন বাবদ বেশ টাকা লাগে ও শিক্ষা উপকরণ যেমন- নির্দিষ্ট পোষাক, সহায়ক বই ইত্যাদি কিনতে প্রচুর অর্থ খরচ হয়। এ কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে;
২. অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার্থীর অর্থ-উপার্জনের উপর বেশি জোর দেয়ার প্রবণতা দূর করার জন্য অভিভাবকের ভিজিডি, ভিজিএফ ও অন্যান্য ভাতা প্রদান করা যেতে পারে;
৩. শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল আকর্ষণীয় করার জন্য শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
৪. শিক্ষার্থীর শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রেরণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে;
৫. শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
৬. ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১ঃ৪০ রাখার জন্য অধিক শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পাওে;
৭. নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিষয়গুলো পাঠসূচিতে অন্তর্ভুক্তি করা যেতে পারে;
৮. প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়াদের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষসহ আলোচনার ব্যবস্থা করা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
৯. শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত ও আকর্ষণীয় করা এবং শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মসংস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১০. কলেজের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১১. ছাত্র-ছাত্রীর আবাসিক সুবিধাসহ স্বাস্থ্যোপদ খাবারের জন্য ভুর্তূর্কি প্রদান করা যেতে পারে;
১২. কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ও প্রয়োগে প্রচারণামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে;
১৩. পার্বত্য জেলাসমূহের যেসব এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেসব এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে;
১৫. যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুব্যবস্থাকরণ, বিশেষ করে দুর্গম পাহাড়ী এলাকার শিক্ষার্থীদের কলেজে আসা যাওয়ার জন্য সড়ক ও নৌ-পথে বিশেষ পরিবহনের/যানবাহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
১৬. মাদকমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং যেকোনো ধরনের মাদক ব্যবহারে কঠোর আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে;
১৭. শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ও যথোপযুক্ত আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
১৮. পাহাড়ী এলাকার শিক্ষকদের পাহাড়ী ভাতা প্রদান করা যেতে পারে;
১৯. আকাশ-সংস্কৃতির (ইন্টারনেট,মোবাইল, স্যাটলাইট, ডিশ, কেবল টিভি ইত্যাদি) অতি ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে;
২০. ছাত্র এবং ছাত্রীর জন্য আলাদা ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা যেতে পারে;
২১. পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিবেচনার জন্য শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এতে করে শিক্ষকগণ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা সুস্পষ্ট হবে এবং তাঁদের মধ্যে দায়বদ্ধতা তৈরি হবে;
২২. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর চিত্র

এগিয়ে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাষ্টের কাজ

জয়ীতা রিপোর্ট

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে পৌঁছে দিয়েছেন উন্নয়নের দারপ্রান্তে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে নারী ও শিশুরাও। আমাদের দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী ও শিশুরা তাদের ঠিকমত শিক্ষা দিয়ে সচেতন করে তুলতে পারলে দেশ হবে স্বনির্ভর। এরকম একটি উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করে বাংলাদেশের সকল দরিদ্র, মেধাবী ও দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতের শিক্ষার নানামুখী সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ভর্তি নিশ্চয়তা ও শিক্ষার সুযোগ করে দিতে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫ সফল করেছেন। এই ট্রাষ্টের দায়িত্ব নিয়েছেন মোঃ নূরুল আমিন অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে তিনি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীসহ সুবিধা বঞ্চিত ও দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। ট্রাষ্টের রয়েছে নানা কার্যক্রম যা সারা বাংলাদেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক বা সম্মান পর্যায়ে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী এই নীতিমালা'র অন্তর্ভুক্ত। নীতিমালা গঠনের উদ্দেশ্য হল ঃ

১। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করন।
২। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকরণ।
৩। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ।
৪। শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
৫। মানব সম্পদ উন্নয়ন।

এছাড়া রয়েছে সরকারী কিছু নীতিমালা যা যাচাই বাছাই এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীকে অনুদান দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে সকল প্রতিবন্ধী ও এতিম শিক্ষার্থী ভূমিহীন, দুস্থ্য নদীভাঙ্গন কবলিত ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এবং প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত সকল সরকারী/ বেসরকারী/ আধা সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত দপ্তর ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সকল কর্মচারীর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) বা সম্মান পর্যায়ে অধ্যায়নরত সন্তানদের দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে শিক্ষায় যাতে বেঘাত না ঘটে তথা তাদের ৭ -এর পাতায় দেখুন

সাপ্তাহিক জয়ীতা, ২৭ অক্টোবর, ২০১৫

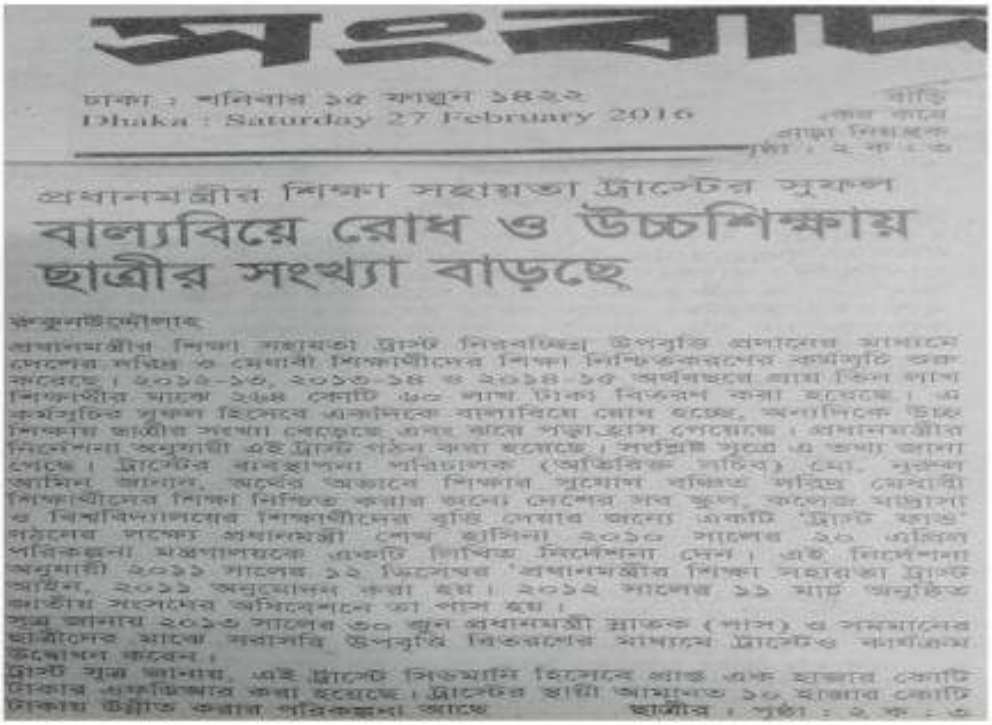

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ১৫ ফাল্গুন ১৪২২
Dhaka : Saturday 27 February 2016

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সুফল

বাল্যবিয়ে রোধ ও উচ্চশিক্ষায় ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নিরবচ্ছিন্ন উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কর্মসূচি শুরু করেছে। ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় তিন লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে ২৬৪ কোটি ৪০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির সুফল হিসেবে একদিকে বাল্যবিয়ে রোধ হচ্ছে, অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে এবং ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এই ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. নুরুল আমিন জানান, অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে দেশের সব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়ার জন্যে একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ২০ এপ্রিল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা দেন। এই নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১১ সালের ১২ ডিসেম্বর 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১' অনুমোদন করা হয়। ২০১২ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তা পাস হয়।

সূত্র জানায় ২০১৩ সালের ৩০ জুন প্রধানমন্ত্রী স্নাতক (পাস) ও সমমানের ছাত্রীদের মাঝে সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্টের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

ট্রাস্ট সূত্র জানায়, এই ট্রাস্টে সিডমানি হিসেবে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার এফডিআর করা হয়েছে। ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে

ছাত্রীর : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে দান করলে কর অব্যাহতি

২০২০ সাল পর্যন্ত কর ছাড় পাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে কোনো করদাতা অর্থ দান করলে কর অব্যাহতি পাবে। আবার এ তহবিলের আয়ও করমুক্ত থাকবে। গত মঙ্গলবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বোর্ডসভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দানকর আইন অনুযায়ী, শর্ত সাপেক্ষে কিছু খাতে দান করলে কর রেয়াত পাওয়া যায়। এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে দান করলেও এ সুবিধা পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে এনবিআরের চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মানবসম্পদ গঠনে শিক্ষা জরুরি। তাই প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা তহবিলে দান করলে কর অব্যাহতি এবং তহবিল থেকে প্রাপ্ত আয়ও করমুক্ত থাকবে। কর অব্যাহতি থাকলে এ তহবিলে করদাতারা দান করতে উৎসাহী হবেন।

বিদ্যমান আইনে দান করলেও এর ওপর কর দিতে হয়। কিন্তু ১৯৯০ সালের দানকর আইনে কিছু খাতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এ আইনের চার (এক) নম্বর ধারায় বলা আছে, ১১টি খাতে দান করলে কর অব্যাহতি পাওয়া যায়। যেসব খাতে দান করলে কর অব্যাহতি মিলে, সেগুলো হলো দানকৃত সম্পত্তি যদি বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত হয়; দান যদি সরকার বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে হয়; আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোনো কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো হাসপাতাল; সরকার কর্তৃক গঠিত বা দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল; শর্তসাপেক্ষে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান; নির্ভরশীল আত্মীয়ের বিবাহকালে দান; নির্ভরশীল আত্মীয়কে শিক্ষা বা বৃত্তি দেওয়া হলে; উইল করে দান করলে; মৃত্যু চিন্তায় দান করলে এবং দান যদি পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, আপন ভাই বা বোনকে করা হয়। এ ছাড়া এ ধারার তিন নম্বর উপধারা অনুযায়ী, সরকার চাইলে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের দানকে কর অব্যাহতি দিতে পারে।

২০২০ সাল পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের কর ছাড় : গ্রামীণ ব্যাংকের কর অব্যাহতির মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এনবিআরের বোর্ডসভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। আগামী ৩১ ডিসেম্বর গ্রামীণ ব্যাংকের কর অব্যাহতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর অব্যাহতি দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কর অব্যাহতি সুবিধা পেয়ে আসছে। এ বিষয়ে এনবিআরের চেয়ারম্যান জানান, যেহেতু গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে, তাই প্রতিষ্ঠানটির জন্য কর অব্যাহতি সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, শিগগিরই অর্থমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

গ্রামীণ ব্যাংক কর অঞ্চল-১৪-তে নিবন্ধিত। সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কর অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়। এতে বলা হয়েছে, কর অব্যাহতি দেওয়া হলে বিপুলসংখ্যক শেয়ারধারীকে লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব হবে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকে ৮৭ লাখ ৬৬ হাজার ৪৩৬ জন সদস্য আছেন। প্রতিষ্ঠানটি বছরে গড়ে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে।

দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ নভেম্বর, ২০১৫

গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ -ভোরের সময়

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন শিক্ষামন্ত্রীর

রুহুল আমিন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের 'এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বৃহস্পতিবার মন্ত্রী মোড়ক উন্মোচন করেন। বইয়ে শিক্ষাখাতে সরকারের অগ্রগতির পরিসংখ্যানের সঙ্গে অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, খাদ্য ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। মোড়ক উন্মোচনের পর শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সরকারের অগ্রগতির বিষয়ে বিভিন্ন জন বক্তব্যে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। এটা মানুষ মনে রাখে না, সবাই শোনেও না। এ বইয়ে তা লিখিত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। বইয়ের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, সমাজে বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটে গেছে।' নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'শিশুদের শিক্ষার মধ্যে নিয়ে আসাটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা শিশুদের বিদ্যালয়ে এনেছি। তাদের ধরে রাখাটা বড় কঠিন। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পচ্ছে।'

২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠিত হয় জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, '২০১২-১৩ অর্থবছরে এ ট্রাস্ট থেকে স্নাতক বা সমমান পর্যায়ের এক লাখ ২৯ হাজার ৮১০ জন ছাত্রীকে প্রায় ৭৩ কোটি টাকা উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এরপরের অর্থবছরের একই স্তরে এক লাখ ৪৮ হাজার ৪০২ জন ছাত্রী ও ১৪ হাজার ৬৭৭ জন ছাত্রকে ৯১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা উপবৃত্তি হিসেবে দেওয়া হয়েছে।'

এ সময় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হুমায়ুন খালিদ, ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. নুরুল আমিন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালনকারী অতিরিক্ত সচিব এ এস মাহমুদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ভোরের সময়, ৬ ডিসেম্বর, ২০১৫

হবিগঞ্জে কর্মশালায় শিক্ষা সচিব

অভিভাবক ছাত্র ও শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই পারে ঝরে পড়া রোধ করতে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন বলেছেন, দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করতে হলে কর্মমুখী তথ্য প্রযুক্তির শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তিনি গতকাল শনিবার হবিগঞ্জ সার্কিট হাউজ হলরুমে এক কর্মশালায় এ কথা বলেন। শিক্ষা সচিব বলেন, মানসম্মত শিক্ষা, অভিভাবকদের সচেতনতা, ছাত্র ও শিক্ষকদের ঐকান্তিক (২য় পাতায়)

ফেনীতে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধ শীর্ষক কর্মশালা

প্রকাশের সময়: ৭:৫৩ অপরাহ্ন - শনিবার | জানুয়ারি ৩০, ২০১৬ — সারা বাংলা / স্পটলাইট / স্লাইডার |

Like 1 Share 0 Tweet 0

শেখ আশিকুজ্জামান সজীব, ফেনী ৩০ জানুয়ারি'১৬

ফেনীতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত 'শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্প করণীয়' শীর্ষক শনিবার এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ নুরুল আমিন।

ফেনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় জেলা প্রশাসক মোঃ আমিন উল আহসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের (যুগ্ম সচিব) মোঃ শাহাদাত হোসেন মজুমদার, জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুল মালেক চৌধুরী, ফেনী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ এম এম আমিনুল রশিদ।

ফেনী ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের শিক্ষক অমর দাস দেবনাথের পরিচালনায় কর্মশালায় ফেনী সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পিকেএম এনামুল করিম, ছাগলনাইয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী শহীদুল ইসলাম, ফুলগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কিসিঞ্জার চাকমা, সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ নুরুল আমিন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক, মাদ্রাসার সুপার, ছাত্র-ছাত্রী ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। এছাড়াও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- ছাগলনাইয়া মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ওমর ফারুক প্রমুখ।

উল্লেখ যে, কর্মশালায়- গ্রুপ ভিত্তিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে ঝরে পড়া রোধে করণীয় ও ৭৫% শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ঝালকাঠিতে শুক্রবার 'শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়' কর্মশালায় প্রধামন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অতিরিক্ত সচিব মোঃ নূরুল আমিন প্রধান অতিথি ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী। শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ) ডক্টর মুহম্মদ মনিরুল হক ও জেলা শিক্ষা অফিসার নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী বিশেষ অতিথি ছিলেন (২২ এপ্রিল'১৬) ছবি : সূর্যালোক নিউজ

প্রকাশনার ২৩ বছর সত্যের সাহসী উচ্চারণ দৈনিক

দীপাঞ্চল

THE DAILY DIPANCHAL প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোঃ মোশাররফ হোসেন

বরগুনায় 'শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

মোঃ জাকির হোসাইন, বামনা প্রতিনিধি ঃ গত শনিবার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে বরগুনা সার্কিট হাউজে 'শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ নুরুল আমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরগুনা জেলা প্রশাসক মীর জহরুল ইসলাম। কর্মশালায় সভাপতিত্ব

দৈনিক

দিনাজপুরের সর্বাধিক প্রচারিত

মানব বার্তা

The Daily Manab Barta

সরকারী বিজ্ঞাপণের অন্তর্ভূক্ত

১৭৯ , দিনাজপুর শনিবার ঃ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ইং ২৪ মাঘ ১৪২২ বাংলা, ২৬ রবিউস

দিনাজপুরে "শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও রোধকল্পে"করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নাজপুর প্রতিনিধি

নাজপুরে "শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ ও ধকল্পে"করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট্র, শিক্ষা মন্ত্রনালয় ঢাকা'র যোগে দিনাজপুর জেলা শিক্ষা অফিস এই কর্মশালার োজন করে। শুক্রবার (৫ ফেব্রুয়ারী) সকালে জেলা াসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধন

সহায়তা ট্রাস্ট্র'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) নুরুল আমিন। জেলা প্রশাসক মীর খায়রুল আলমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রাব্বি ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার মো. এনায়েত হোসেন।

কর্মশালার প্রথম পর্বে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত ও এর প্রতিকারের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা

শিক্ষাবৃত্তি ও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

মো. নূরুল আমিন

বর্তমান সরকার ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে। ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সরকারের পাঠ্যপুস্তক বিতরণের হিসাব নিম্নরূপ:

সাল	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা
২০১০	২,৭৬,৬২,৫২৯	১৯,৯০,৯৬,৫৬১টি
২০১১	৩,২২,৩৬,৩২১	২৩,২২,২১,২৩৪টি
২০১২	৩,১২,১৩,৭৫৯	২২,১৩,৬৮,৩৩৩টি
২০১৩	৩,৬৮,৮৬,১৭২	২৬,৩৫,৪০,৪২৩টি
২০১৪	৪,৩৩,৪৩,১৮৮ জন (প্রাক-প্রাঃ সহ)	৩১,৭৭,২৫,৫২৬টি
২০১৫	৪,৪৪,৫২৩৭৪	৩২,৬৩,৪৭,৯২৩টি
২০১৬	৪,৪৪,১৬,৫২৮	৩৩,৩৭,৬২,৭৭২টি

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, প্রতি বছর বই বিতরণের সংখ্যা বাড়ছে। সাথে সাথে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে। ২০১০ সালে যেখানে ২,৭৬,৬২,৫২৯ (দুই কোটি ছিয়াত্তর লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশত ঊনত্রিশ) জনকে বই প্রদান করতে হয়েছে সেখানে ২০১৬ সালে দিতে হয়েছে ৪,৪৪,১৬,৫২৮ (চার কোটি চুয়াল্লিশ লাখ ষোল হাজার পাঁচশত আটাশ) জনকে। অর্থাৎ ২০১০ সালের তুলনায় ১,৬৭,৫৩,৯৯৯ (এক কোটি সাতষট্টি লাখ তেপ্পান্ন হাজার নয়শত নিরানব্বই) জনকে বই বেশি দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় বিনামূল্যে বই দেয়ায় প্রতি বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এ কারণে বাড়ছে বইয়ের সংখ্যা। ২০১০ সালে ১৯,৯০,৯৬,৫৬১টি (উনিশ কোটি নব্বই লাখ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত একষট্টি) বই দেয়া হলেও ২০১৬ সালে বই দিতে হয়েছে ৩৩,৩৭,৬২,৭৭২টি (তেত্রিশ কোটি সাঁইত্রিশ লাখ বাষট্টি হাজার সাতশত বাহাত্তর)। অর্থাৎ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১৩,৪৬,৬৬,২১১টি (তের কোটি ছেচল্লিশ লাখ ছেষট্টি হাজার দুইশত এগার) বই বেশি বিতরণ করা হয়েছে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে বই বিতরণ করতে হবে প্রায় ৩৬,২১,৩৮,৯৭৯টি (ছত্রিশ কোটি একুশ লাখ আটত্রিশ হাজার নয়শত ঊনআশি)। দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালেও ২০১৬ সালের তুলনায় আরও বেশি বই বিতরণ করতে হবে। অন্যদিকে সরকার ও বর্তমান বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর চিত্রও একই দেখা যায়। মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তির তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রতি বছরই বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়ছে বৃত্তির অর্থের পরিমাণও। ২০১৪-২০১৫ সালের অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রদানকৃত মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও উপবৃত্তির তথ্য নিম্নরূপ:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ মন্ত্রণালয়	ছাত্রসংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট বিতরণকৃত অর্থ (টাকায়)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২,৪১৫	২,৯৫৪	৫,৩৬৯	৩,৭৪,৪৫০০০
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩,৬৮,৭৬৬	২৫,৩৩,২৬০	৩৯,০২,০২৬	৯০৯,৮০,০৮,৯২০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৭,৩৭,৮৬০	৪০,৪৯,৩৫৮	৭৭,৮৭,২১৮	৯৩৮,৯২,৩১,৩৮০
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩০,৩১৩	২৩,৫৬৩	৫৩,৮৭৬	২৭,২৯,৫০,০০০
সর্বমোট	৫১,৩৯,৩৫৪	৬৬,০৯,১৩৫	১,১৭,৪৮,৪৮৯	১৮৭৯,৭৬,৩৫,৩০০

উপরিউক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,১৭,৪৮,৪৮৯ (এক কোটি সতের লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশত ঊননব্বই) জন শিক্ষার্থীকে ১৮৭৯,৭৬,৩৫,৩০০ (এক হাজার আটশত ঊনআশি কোটি ছিয়াত্তর লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ব্যানবেইস-এর হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৩৬৩৪৫১৯ (তিন কোটি তেষট্টি লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত উনিশ) জন। বিভিন্ন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৭৪৮৪৮৯ (এক কোটি সতের লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশত ঊননব্বই) জন। অর্থাৎ দেশের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ১/৩ অংশ বৃত্তি পেয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হিসাবে দেখা যায়, ৬৬০৯১৩৫ (ছেষট্টি লাখ নয় হাজার একশত পঁয়ত্রিশ) জন ছাত্রী এবং ৫১৩৯৩৫৪ (একান্ন লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশত চুয়ান্ন) জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। অর্থাৎ ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীরা বেশি বৃত্তি পাচ্ছে। এই বৃত্তি প্রদানের ফলে ভর্তি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থী ৫৩%।

দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী যেন পিতা-মাতা/অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ তথা সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টে তিনি সিড মানি হিসেবে ১০০০.০০ (এক হাজার কোটি) টাকা প্রদান করেছেন, যা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এফডিআর হিসেবে আছে। উক্ত এফডিআর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে স্নাতক পর্যায়ে কেবল নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা এখনও অব্যাহত আছে। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে যে সব নারী শিক্ষার্থী ডিগ্রি পর্যায়ে ভর্তি হন তাদের ঝরে পড়ার হার কমে গেছে এবং কর্মসংস্থানের হার বেড়ে গেছে। বৃত্তি প্রাপ্তির কারণে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিপ্লব এসেছে। গ্রামের জনগণ বুঝতে পেরেছে যে, সহজেই দেশে এখন শিক্ষা গ্রহণ করা যাচ্ছে। এ কারণে অশিক্ষিত বাবা-মাও তাদের সন্তানদের স্কুলে দিচ্ছেন।

[লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট]
বাড়ি নং-৪৪, রোড-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
ফোন: ৮১৯২২০০, মোবাইল: ০১৫৫২-৩০৭৯৩৬
ইমেইল: md_pmedutrust@yahoo.com

দৈনিক সংবাদ, ১১ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন (A.P.A) চুক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি, শিক্ষা সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নুরুল আমিন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব এ, এস, মাহমুদ

৪ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার আইটপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলম খাঁন স্মৃতি পাঠাগারের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃত্তিপ্রদান করছেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব নুরুল আমিন

৪ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে উপজেলার বড়দাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীশিক্ষা অব্যাহত রাখা বিষয়ক কর্মশালার অতিথিবৃন্দ

৪ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে উপজেলার বড়দাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীশিক্ষা অব্যাহত রাখা বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী

দৈনিক **করতোয়া** | রোববার ৩০ ফাল্গুন ১৪২২ : ১৩ মার্চ ২০১৬

নওগাঁয় কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকারের অতিরিক্ত সচিব মো. নুরুল আমীন -করতোয়া

২৩ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় পিরোজপুর জেলার কর্মশালা। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব নুরুল আমিন, পিরোজপুর জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ খায়রুল আলম শেখ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ ও জেলা শিক্ষা অফিসার

যশোরে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন, যশোর জেলা প্রশাসক জনাব মো: হুমায়ুন কবীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের চেয়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল মজিদ ও যশোর জেলা শিক্ষা অফিসার

নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: নূরুল আমিন

শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

আপনার সন্তানকে সুশিক্ষা দিন
তারা যাতে বিপথে না যায়
সেদিকে নজর রাখুন।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা নিয়ে গড়বো দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাড়ী নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ওয়েবসাইট: www.pmedutrust.gov.bd